স্বদেশ-৫

~~ নীল স্বপ্ন ~~

সূর্য প্রতিদিন পশ্চিমে অস্ত যায়
সমুদ্রকে দিয়ে যায় ভোরের প্রস্তুতি
পাহাড় ছুঁয়ে সূর্য আসে পূর্বদিকে
প্রতিদিন নিয়ে আসে দিনের কিরণমণি
আমি ফিরে ফিরে আসি
আমার চট্টগ্রাম
প্রতিরাতের স্বপ্নে আমি তোমার কাছে আসি।

কাপ্তাই বুকে ধরে নীল জলরাশি
সেগুন আর হরেক বৃক্ষরাজি
বৃষ্টিভেজা গ্রীষ্ম-মন্ডলের হাসি
পাহাড়ী মেয়ের কানের দুল হারিয়ে গেছে জলে
খুঁজে ফিরি বুকে তোমার কর্ণফুলী
প্রতি রাতের স্বপ্নে আমি তোমার কাছেই
ফিরে ফিরে আসি।

রাঙ্গামাটির রাঙ্গা নদী রাঙ্গা তার মাটি
পাহাড় সারি সারি
চাকমা, ত্রিপুরা আর মণিপুরী
হরেক জাতির হরেক বর্ণ
স্বচ্ছ হ্রদের পানি
সেই পানিতে স্নান করে পাহাড়ী জলপরী
প্রতি রাতের স্বপ্নে সেইখানে
ফিরে ফিরে আমি আসি।

২
খাগড়াছড়ির ঘাগড়া আর অন্ধ আলুটিলা
সমতল আর পাহাড়ের একই মিলনমেলা
সীতাকুন্ডের প্রাচীন তীর্থ হাজার মেঘের কাছে
মানুষ শরীর শীতল করে উষ্ণ-প্রস্রবনের মাঝে
একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে সাগর তোমার ভাটিয়ারী
প্রতি রাতের ঘুমের ঘোরে তোমার কাছে আসি।

তাজিনডংগের পাহাড়চূড়ায় মেঘের মাতামাতি
চিম্বুক আর কেওক্রাডাং-এ মার্মা মেয়ের বাতি
বম, মার্মা, মুরং থাকে পাহাড়ি হ্রদের কাছে
ঝর্ণার প্রাচীন পাহাড় পাহাড়ি সুরেই নাচে।
পাহাড়ি পথের নির্জনতা বার বার ছুঁব বলে
প্রতিরাতের স্বপ্ন ছুঁয়ে আসি বার বার ফিরে।
লামা, আলিকদম আর রামুর মাঝে বসত করে হাতি
বন্য পশুর গর্জন শুনে সাংগু বইছে দিবারাতি

দুইপারে তার সবুজ ছাওয়া সবুজ পাহাড় ছুঁয়ে
আমায় ভালবেসেছিল সেই রাখাইন সুন্দরী মেয়ে
কপালে তার লাল টিপ খোঁপায় জবাফুল আর মিষ্টি মুখে হাসি
প্রতিদিনের ক্লান্তি শেষে তার কাছেই ফিরে ফিরে আসি।
সৈকত তার ঝিনুকমেলায় নিত্য সাজায় নুড়ি

বাঁক-খালির মোহনায় ঝাউ গাছ সারি সারি
কক্সবাজার, ইনানি ছুঁয়ে টেকনাফ জাগে দূরে
রাখাইন রাখাল সমুদ্রকে জাগায় মিষ্টি বাশীঁর সুরে
বাংলা মেয়ের কানের দুল আর নীল টিপ হয়ে
সেন্ট মার্টিন দুলে প্রবাল আর শৈবাল দুই তীরে নিয়ে।
আমার চট্টগ্রাম, প্রিয় চট্টগ্রাম আমার, রেখো মনে
চিরদিন আমি প্রতি রাত্রে আসবো তোমারি কাছে ফিরে।

ছবির কথাঃ
প্রথম ছবিঃ চট্টগ্রাম বন্দর ও কর্ণফুলী নদী
দ্বিতীয় ছবিঃ বান্দরবনে সাঙ্গু নদী
তৃতীয় ছবিঃ রাঙ্গামাটি লেইক
চতুর্থ ছবিঃ সীতাকুন্ড ইকো পার্ক
পঞ্চম ছবিঃ টেকনাফে নাফ নদী
ষষ্ঠ ছবিঃ ভাটিয়ারী

অক্টোবর ২৫, ২০০৭